BENGALI NOTES.IN

ICSE Class 9 BENGALI NOTES TEAM • গিন্নি (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর সহায়িকা

প্রশ্ন: ১। "তাঁহাকে দেখিলেই বালকদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া যাইত।"

(ক) কাকে দেখলে বালকদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যেত?

> **উত্তর:** বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'গিন্নি' নামক ছোটগল্প পড়ে জানা যায়, ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের দু-তিন শ্রেণির নীচের শ্রেণিতে শিবনাথ নামে এক শিক্ষক ছিলেন। সেই শিক্ষককে দেখলেই বালকদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যেত।

(খ) উদ্দিষ্ট ব্যক্তির চেহারার বর্ণনা দাও।

> **উত্তর:** শিবনাথ পণ্ডিতের গোঁফদাড়ি ছিল কামানো ও চুল ছিল ছাঁটা। শিবনাথের মাথায় ছিল একটি টিকি, তবে সেটা হ্রস্ব।

(গ) তাঁকে দেখলে বালকদের অন্তরাত্মা শুকোনোর কারণ কী ছিল?

> **উত্তর:** একথা শোনা যায় যে, প্রাণীজগতের কিছু কিছু প্রাণীর হুল আছে, আর কিছু কিছু প্রাণীর দাঁত আছে। তবে যাদের হুল থাকে তাদের নাকি দাঁত থাকে না। ছাত্রদের মতে, শিবনাথ নামক শিক্ষকের মধ্যে হুল ও দাঁত একত্রে বিরাজমান; কারণ তিনি কোনো ছাত্রের ওপর কোনো কারণে রেগে গেলে দিকবিদিকজ্ঞান শূন্য হয়ে যেতেন। একদিকে তিনি সেই ছাত্রকে এমনভাবে কিল, চড়, চাপড় মারতেন যেন মনে হতো বাগানের চারাগাছের ওপর শিলাবৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে। তবে একনাগাড়ে মারধর করেও তিনি শান্তি পেতেন না। মারার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বাক্যবাণে তিনি সেই ছাত্রকে জর্জরিত করে তুলতেন। বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র শিবনাথ পণ্ডিতের এই পীড়নের শিকার হয়েছিল। তাঁর শাস্তিস্বরূপ অত্যাচারকে নিয়ে সকলের মনেই এক ভীতির সৃষ্টি হয়। তাই তাঁকে দেখলেই বালকদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যেত।

(ঘ) ঐ ব্যক্তি বালকদের উৎপীড়ন করার জন্য কোন বিশিষ্ট পথ অবলম্বন করতেন?

> **উত্তর:** বালকদের পীড়ন করার জন্য শিবনাথ পণ্ডিত যে বিশিষ্ট পথ অবলম্বন করতেন, তা তাঁর কাছে এক অস্ত্রস্বরূপ ছিল। সেটি শুনতে সামান্য মনে হলেও ছাত্রদের কাছে তা নিদারুণ বিষয় হয়ে ওঠে। তিনি ছেলেদের নতুন নতুন নামকরণ করতেন। নাম বিষয়টা এমনই যে, যার যা নাম সেই নামেই ডাকলে মানুষ বেশি খুশি হয়। মানুষের একটা সহজাত ভালোবাসা জন্মায় তার নামের প্রতি। নিজের থেকেও সে তার নামকে বেশি গুরুত্ব দেয়। নিজের প্রকৃত নাম যাতে চারদিকে উচ্চারণ বা ছড়িয়ে পড়ে তার জন্য মানুষের প্রচেষ্টার শেষ নেই। নিজের নামকে বাঁচানোর জন্য লোকে মরতেও কুণ্ঠা বোধ করে না।
>
> শিবনাথ পণ্ডিত মানুষের এই বৈশিষ্ট্যের কথা জানতেন বলে ছাত্রদের বিকৃত নাম দিয়ে তাদের আঘাত করতেন। যেমন- শশিশেখরকে বলতেন 'ভেটকি'। আবার যখন কোনো ছাত্র বুঝতে পারত নামকরণটি তার চেহারা ও স্বভাবকে লক্ষ্য করে দেওয়া হয়েছে, তখন তার মনোকষ্ট আরো বেড়ে যেত। কিন্তু যতই মনোকষ্ট হোক, ছাত্রদের সবই মুখ বুজে সহ্য করতে হতো। এভাবেই তারা শিবনাথ পণ্ডিতের দ্বারা পীড়িত হতো।

প্রশ্ন: ৪। "বালকদের পীড়ন করিবার জন্য আমাদের শিবনাথ পণ্ডিতের একটি অস্ত্র ছিল, সেটি শুনিতে যৎসামান্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত নিদারুণ।"

(ক) অস্ত্রটি কী?

> **উত্তর:** নতুন এক পদ্ধতিতে শিবনাথ পণ্ডিত ছাত্রদের পীড়ন করতেন। তিনি কখনো ছাত্রদের চেহারা দেখে, কখনো তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নতুন নতুন ব্যঙ্গাত্মক নামকরণ করতেন, যাতে ছাত্ররা খুব লজ্জায় পড়ত। এটাই ছিল পণ্ডিত শিবনাথের অস্ত্র।

(খ) শিবনাথ পণ্ডিত কাদের ওপর এই অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন?

> **উত্তর:** শিবনাথ পণ্ডিত তাঁর বেশ কিছু ছাত্রের ওপর এই অস্ত্র প্রয়োগ করেন। তিনি শশীশেখরের চেহারার প্রতি দৃষ্টি রেখে তার নাম দিয়েছিলেন 'ভেটকি'। আবার আশুকে তার বোনের সঙ্গে পুতুল খেলতে দেখে তার নাম দেন 'গিন্নি'।

(গ) তাঁর পীড়নের সময় ছেলেদের প্রাণ বের হতো কেন?

> **উত্তর:** স্কুলের নীচু ক্লাসের ছেলেদের পণ্ডিত ছিলেন শিবনাথ। তিনি যখন-তখন ছেলেদের পিঠে কিল, চড়, চাপড় মারতেন। চারাগাছের ওপর শিলাবৃষ্টি পড়লে গাছটি যেমন কাবু হয়ে পড়ে, তেমনি ছোট ছোট ছেলেদের ওপর পণ্ডিতের পীড়নও বড়োই কষ্টদায়ক ছিল। এছাড়াও শিবনাথের মুখ দিয়ে সব সময় তিক্ত কটু কথা বের হতো, যা শুনে ছাত্ররা মনে মনে খুবই দুঃখ পেত। শিবনাথের এই তীব্র বাক্যজ্বালায় ছেলেদের তাই প্রাণ বের হওয়ার উপক্রম হতো।

(ঘ) শিবনাথ পণ্ডিত এই অস্ত্র প্রয়োগ করতেন কেন?

> **উত্তর:** সাধারণত মানুষ নিজের চেয়ে নিজের নামকে বেশি ভালোবাসে। নিজের নামকে রাষ্ট্র করার জন্য মানুষ অনেক কষ্ট করে। এমনকি নিজের নামকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মানুষ মরতেও দ্বিধা করে না। তাই নামপ্রিয় মানুষের নাম বিকৃত করে দিলে তাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় স্থানে আঘাত করা হয়। শিবনাথ পণ্ডিতের একথা জানা ছিল বলে ছাত্রদের মানসিক আঘাত দেওয়ার জন্য তাদের আসল নাম বিকৃত করে নতুন নামকরণ করতেন। তাদের অস্বস্তিতে ফেলা, সকলের সামনে ছোট করা ও লজ্জিত করার জন্য শিবনাথ ছাত্রদের নতুন নামকরণ করতেন।

image not found

প্রশ্ন: ৬। "তাহার পরদিন স্কুলে আসিয়া চৌকিতে বসিয়া পন্ডিতমহাশয় দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একখানি শ্লেট ও মসীচিহ্নিত কাপড়ের থলির মধ্যে পড়িবার বইগুলি জড়াইয়া লইয়া অন্যদিনের চেয়ে সংকুচিতভাবে আশু ক্লাসে প্রবেশ করিতেছে।"

(ক) কোন্ দিনের পরের দিনের কথা বলা হয়েছে? সেদিন কী ছিল?

উত্তর: আশুদের স্কুলে একদিন ছুটি ছিল। আলোচ্য অংশে সেই ছুটির দিনের পরের দিনের কথা বলা হয়েছে। সেইদিন সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ ছিল বলে আশুদের স্কুলে ছুটি ছিল।

(খ) সেইদিন আশু কোথায়, কার সাথে, কী খেলা করছিল?

উত্তর: স্কুলে ছুটির দিন আশু তার বোনের সঙ্গে তাদের গাড়িবারান্দায় বসে খেলত। অন্যান্য ছুটির দিনের মতো গ্রহণের দিনও আশু তার বোনের সঙ্গে গাড়িবারান্দার সিঁড়িতে বসে পুতুল খেলছিল। সেদিন তাদের পুতুলের বিয়ে ছিল।

(গ) অন্যদিনের চেয়ে সেদিন আশু সংকুচিতভাবে ক্লাসে প্রবেশ করছিল কেন?

উত্তর: আশু গ্রহণের দিন যখন তাদের গাড়িবারান্দার সিঁড়িতে বসে পুতুল খেলছিল, তখন হঠাৎ বৃষ্টি নামায় শিবনাথ পণ্ডিত ওই গাড়িবারান্দায় এসে আশ্রয় নেন। আশুর বোন তাঁকে তাদের পুতুলের বিয়ের পৌরহিত্য করতে বলে। তখন আশু পণ্ডিতমশাইকে দেখতে পায় এবং পণ্ডিতমশাইও তাকে দেখে ফেলেন। আশু পণ্ডিতমশাইয়ের স্বভাব সম্বন্ধে জানত। সে জানত যে, পণ্ডিতমশাই পরের দিন ক্লাসের সকলের সামনে তার পুতুল খেলার প্রসঙ্গ তুলবেন এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করবেন। এই বিষয়ে সচেতন ছিল বলেই আশু তার পরের দিন সংকুচিতভাবে ক্লাসে প্রবেশ করে।

(ঘ) সংকুচিতভাবে ক্লাসে ঢোকার পর পণ্ডিতমশাই কী করেন? তাতে আশুর কী অবস্থা হয়?

উত্তর: আশু সংকুচিতভাবে ক্লাসে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথ পণ্ডিত তাকে 'গিন্নি' বলে সম্বোধন করেন এবং ক্লাসে প্রবেশ করতে বলেন। তারপর তিনি সকলের সামনে পূর্বদিনে দেখা আশুর পুতুল খেলার ঘটনাটি বলেন। সেদিন থেকে ক্লাসের সকলের কাছে তার নতুন নাম হয় 'গিন্নি'। শিবনাথ আশুর 'গিন্নি' নামকরণ করায় প্রথমে আশু অন্য দিনের মতো মৃদু মৃদু হাসতে থাকে এবং চারদিকের কৌতুকহাস্যে ঈষৎ যোগ দেওয়ার চেষ্টা করে।

এই সময় একটার ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আশুর বাড়ির দাসী জলখাবার নিয়ে উপস্থিত হলে হাসতে হাসতে আশুর মুখ, কান টকটকে লাল হয়ে ওঠে। তার ব্যথিত কপালের শিরা ফুলে ওঠে। তার উচ্ছ্বসিত অশ্রুজল বাধ মানে না। ক্লাসের ছেলেরা পরম আহ্লাদে আশুকে ঘিরে 'গিন্নি গিন্নি' করে চিৎকার করতে থাকে। তখন আশুর মনে হয়, ছুটির দিনে ছোট বোনের সঙ্গে খেলা করাটা তার জীবনের একটি লজ্জাজনক ভ্রম। আশুর বিশ্বাস, পৃথিবীর কোনো লোক কোনো কালে এই ঘটনার কথা ভুলতে পারবে না।

BengaliNotes.in | এক ক্লিকে ভাল রেজাল্ট
ICSE Class 9 BENGALI NOTES TEAM © সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত